ইতিহাস গড়ার প্রস্তুতি যেভাবে নিতে চলেছেন মুশফিক

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে মুশফিকুর রহিম শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন আগামী মাসে। মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক মাইলফলক ছোঁয়ার আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে মুশফিক নামছেন ঘরোয়া লড়াইয়ে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) লংগার ভার্সনে সিলেট বিভাগের হয়ে খেলবেন এই অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার।

তবে মুশফিকের খেলার চেয়েও বেশি আলোচনা এনসিএলের ময়মনসিংহ বিভাগের অভিষেক হওয়া নিয়ে। আজ দেশের চারটি ভেন্যুতে শুরু হচ্ছে চারদিনের ম্যাচের এ প্রতিযোগিতা। এনসিএল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোর সবচেয়ে পুরোনো ও মর্যাদাপূর্ণ আসর।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের বিপক্ষে মাঠে নামবে নবাগত ময়মনসিংহ। সিলেট আউটার মাঠে রংপুরের প্রতিপক্ষ ঢাকা। খুলনায় স্বাগতিকরা বরিশালের বিপক্ষে খেলবে। এছাড়া স্বাগতিক রাজশাহী মুখোমুখি হবে চট্টগ্রামের।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি থেকে মুশফিক অবসর নিয়েছেন আগেই। টেস্টে এখনো দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটারদের একজন তিনি। শততম টেস্টকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন পর এনসিএলের লংগার ফরম্যাটে খেলবেন, যাতে ম্যাচ ফিটনেস ও লম্বা ইনিংস খেলার ছন্দ ফিরে পান।

বিসিবির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী এনসিএলের সব ম্যাচ হবে মিরপুর, রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, বিকেএসপি ও কক্সবাজারের দুটি মাঠে। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি তরুণ প্রতিভারাও খেলবেন। এবারই প্রথম এনসিএলের মূলপর্বে অংশ নিচ্ছে ময়মনসিংহ বিভাগ।

শুভাগত হোম চৌধুরীর নেতৃত্বে দলে রয়েছেন মোহাম্মদ নাঈম, মাহফিজুল ইসলাম, আইচ মোল্লা ও আল আমিন হোসেন। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ড সফর দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে মুশফিকের পথচলা শুরু হয় মাত্র ১৮ বছর বয়সে। ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ৯৮ টেস্ট খেলেছেন তিনি। নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের হোম সিরিজে খেলে বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে শততম টেস্ট খেলার অনন্য

গৌরবের অধিকারী হবেন মুশফিক।

সূত্র: যুগান্তর ।

মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাব আয়োজিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স মাঠে।

উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু শ্যামা ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান।উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিনের সভাপতিত্বে শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

নকআউট ভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে ১৬টি দল। উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় বলিয়ারপুর স্পোর্টিং ক্লাব ও নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব। খেলাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) অনুমোদিত রেফারিরা।

টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার হিসেবে রয়েছে, ১ম পুরস্কার: ৩ মন ওজনের একটি ষাঁড় গরু, ২য় পুরস্কার: ২.৫ মন ওজনের একটি ষাঁড় গরু এবং ৩য় পুরস্কার: একটি খাসি ছাগল।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর উদ্বোধনী ম্যাচে বলিয়ারপুর স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করে।

যুব সমাজকে গড়তে হলে খেলাধুলার বিকল্প নেই - মাহমুদুল হাসান খান বাবু

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো “বীর মুক্তিযোদ্ধা মুনছুর আলী স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট”-এর ফাইনাল খেলা। গতকাল শুক্রবার বিকেল তিনটায় জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের মিনাজপুর মুক্তি সংঘ ক্লাবের আয়োজনে মিনাজপুর হাই স্কুল মাঠে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহিন কাদির। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদুল হাসান খান বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সমাজে মাদক একটি ভয়াবহ ব্যাধি। এ থেকে যুব সমাজকে বাঁচাতে হলে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। খেলাধুলা শুধু শরীরকে নয়, মেধাকেও বিকশিত করে। যে কেউ খেলাধুলার উদ্যোগ নিলে আমরা সবসময় তাদের পাশে থাকব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খোকন, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন, মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়কারী হাবিবুর রহমান বুলেট, জীবননগর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, হামিদুজ্জামান টিটো, সাজ্জাদ হোসেন, ১নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মিলন হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা, সাবেক সেনা সদস্য মহাসিন আলী, ২নং ওয়ার্ড বিএনপির সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম, এবং স্বেচ্ছাসেবক রাব্বি, হাসিব, রানা, সুমন প্রমুখ।

রোমাঞ্চকর এই ফাইনাল খেলায় হাসাদহ দল ২-১ গোলে সীমান্ত ইউনিয়নের শাখারিয়া দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পুরো অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর চ্যালেঞ্জ মিরাজদের

শারজায় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানদের হোয়াইটওয়াশ করা বাংলাদেশ আবুধাবিতে ওয়ানডে সিরিজে দেখছে মুদ্রার উলটো পিঠ।

আজ তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সামনে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়ানোর চ্যালেঞ্জ। প্রথম দুই ওয়ানডেতে বাজে ব্যাটিংয়ে হেরেছে বাংলাদেশ। সিরিজ এরই মধ্যে হাতছাড়া।

আজ সম্মান রক্ষার লড়াই। ব্যাটিংয়ে দায়িত্বশীলতা, উইকেটের মূল্য বোঝা এবং কৌশলী ইনিংস গড়তে না পারলে ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রথম হোয়াইটওয়াশ হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

দুদলের কেউই এর আগে একে অপরকে ওয়ানডে ফরম্যাটে হোয়াইটওয়াশ করতে পারেনি। টানা তিনটি সিরিজ হারের পর বাংলাদেশের সামনে তাই আরেকটি লজ্জা এড়ানোর লড়াই। সিরিজ হারলেও শেষ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় নিয়ে দেশে ফিরতে মরিয়া মেহেদী হাসান মিরাজরা। দেশে ফিরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে।

বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য আজ জিতে রেটিং পয়েন্ট বাড়ানো। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নিতে বাংলাদেশের সামনে ২৪টি ম্যাচ রয়েছে। আজ জিতলে এবং ঘরের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে পারলে র্যাংকিংয়ে নয়ে উঠে আসবে দল। দলের মনোবল ফেরানোই এখন মূল চ্যালেঞ্জ।

প্রথম ম্যাচে ২২১ রান করে পাঁচ উইকেটে হারে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ে অলআউট হয় মাত্র ১০৯ রানে। আফগানদের করা ১৯০ রান ছিল আবুধাবির জায়েদ স্টেডিয়ামে গত ৫৫ ম্যাচে প্রথম ইনিংসে সর্বনিম্ন সংগ্রহ। সেই রান তাড়া করতেই ব্যর্থ মিরাজরা। বাংলাদেশের ব্যাটিং ব্যর্থতাই সিরিজের সবচেয়ে বড় হতাশা। আগ্রাসী ব্যাটিং করতে গিয়ে উইকেট বিলিয়েছেন তানজিদ হাসান, সাইফ হাসানরা।

মিডলঅর্ডারে তাওহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান, জাকের আলীরা একের পর এক বাজে শটে রশিদ খান ও খারোতের শিকারে পরিণত হন। দ্বিতীয় ম্যাচে হারের পর স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ বলেন, ‘আমাদের বোলার দেখে নয়, বল দেখে খেলতে শিখতে হবে।’

এদিকে দলের প্রয়োজনে আফগানিস্তানের কেউ না কেউ এগিয়ে আসছেন। দৃঢ় মানসিকতারও পরিচয় দিচ্ছেন। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ইব্রাহিম জাদরান একপ্রান্ত আগলে রেখে দলকে লড়াইয়ের মতো সংগ্রহ এনে দিয়েছেন। বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে সমস্যা নেই; কিন্তু দলকে টেনে তোলার জায়গায় এখনো পিছিয়ে তিনি। বাংলাদেশ শেষ ১২ ওয়ানডের ১০টিতেই হেরেছে। আবুধাবির উইকেট মন্থর, যেখানে মাঝের ওভারগুলোতে রান তোলা কঠিন। গরম আবহাওয়া খেলোয়াড়দের ধৈর্য ও ফিটনেসের পরীক্ষা নিচ্ছে।

আজ ব্যাটিং লাইনআপে পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। তানজিদ হাসানের জায়গায় নাঈম শেখকে দেখা যেতে পারে। এছাড়া ফর্মহীন জাকের আলীর জায়গায় শামীম হোসেন একাদশে ফিরতে পারেন।

হংকংয়ের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষার সামনে বাংলাদেশ

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকং চায়নার বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বাংলাদেশের। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই। ফিফা র্যাংকিংয়ে ১৪৬ নম্বরে থাকা হংকংয়ের বিপক্ষে তা কী সম্ভব ১৮৪ নম্বরে থাকা লাল-সবুজের দলটির পক্ষে, তা জানা যাবে আজ। ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ।

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে এটি ঘরের মাঠে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ঢাকা স্টেডিয়ামে গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে সিঙ্গাপুরের কাছে ২-১ গোলে হেরেছেন হামজা-শমিতরা। হংকং ‘সি’ গ্রুপের অন্যতম কঠিন প্রতিপক্ষ।

আগের দিন রাতে ঢাকা এসেছেন বাংলাদেশ দলের কানাডা প্রবাসী ফুটবলার শমিত সোম। কাল প্রথম দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন তিনি। হংকংয়ের বিপক্ষে ভালো করার আশা করছেন শমিত। হামজাও হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। দলের আরও চার প্রবাসী ফুটবলার ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদ, তারিক কাজী, জামাল ভূঁইয়ারাও জয়ের কথা বলছেন। এই ম্যাচে আরেক প্রতিপক্ষ ইনজুরি। ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন দলের দুই ফরোয়ার্ড সুমন রেজা ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম। হালকা ইনজুরি নিয়ে অনুশীলন চালিয়ে গেছেন মোহাম্মদ আল আমিন।

দুই দেশের লড়াইটা বিদেশিদেরও। হামজা চৌধুরীর লাল-সবুজের জার্সিতে এটি চতুর্থ ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবেন শমিত। হংকংয়ের বিপক্ষে এ ম্যাচে আরেক প্রবাসী জায়ান আহমেদের অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই ডিফেন্ডার বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলে খেলে সবার নজর কেড়ে জায়গা করে নিয়েছেন জাতীয় দলে। ইতালির ওলবিয়া কালসিও’র ফরোয়ার্ড ফাহামিদুল ইসলাম এরই মধ্যে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ভুটান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।

হামজা, শমিত, ফাহামিদুল, জামাল, জায়ান, তারিকদের মতো হংকং দলেও কয়েকজন প্রবাসী ফুটবলার আছেন। তাদের মধ্যে অন্তত পাঁচ ফুটলারের জন্ম ব্রাজিলে। এর মধ্যে আলোচিত নাম দুদু। একসময় তার নেতৃত্বে বয়সভিত্তিক অ-১৭ দলে খেলেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। বলিভিয়া, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, ক্যামেরুন, জাপানি বংশোদ্ভূত ফুটবলারদেরও রেখেছে হংকং। ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ফের্নান্দো অগুস্তো। ২০২২ সাল থেকে হংকংয়ের হয়ে খেলছেন তিনি। ২৩ ম্যাচে একটি গোল করেছেন এই লেফটব্যাক। বাংলাদেশের জন্য আতঙ্ক হতে পারেন এভেরতন কামারগো। ২০২৩ সালে অভিষেক হওয়ার পর ১৯ ম্যাচে ১০ গোল করেছেন এই উইঙ্গার।

এটি দুই দেশে বাছাইয়ের তৃতীয় ম্যাচ। বাংলাদেশ কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি। একটি ড্র করে আরেকটি হেরেছে। হংকং এক জয় এক ড্রয়ে ঝুলিতে ভরেছে চার পয়েন্ট। টিকে থাকার লড়াইয়ে বাংলাদেশের জন্য এই ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। আগের ম্যাচে সিঙ্গাপুরের কাছে হেরে যাওয়ায় বাংলাদেশের জন্য এশিয়ান কাপের পথ কঠিন হয়ে গেছে। কাগজ-কলমে যে সম্ভাবনাটুকু রয়েছে তা বাঁচিয়ে রাখতে জয়ের কোনো বিকল্প নেই। অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া তাই ম্যাচটিকে উল্লেখ করেছেন ‘ডু অর ডাই’ হিসাবে।

সাইফের ছক্কাবাজি দেখার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

শারজায় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ধবলধোলাই করার টাটকা সুখস্মৃতি নিয়ে এবার ওয়ানডে সিরিজ জয়ের অভিযানে নামছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে আজ আবুধাবিতে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে শুরু হবে দিবা- রাত্রির ম্যাচ।

শারজার বদলা আবুধাবিতে নিতে দুদলই উদ্গ্রীব। টি-টোয়েন্টির হতাশা ভুলতে ওয়ানডে সিরিজ জিততে আফগানদের উদ্গ্রীব থাকাই স্বাভাবিক। পুরোনো হিসাব চুকানোর আছে বাংলাদেশেরও। গত বছর নভেম্বরে শারজায় দুদলের সবশেষ ওয়ানডে সিরিজে আফগান স্পিনে নাকাল হয়ে ২-১ ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ।

এ বছর ছয় ওয়ানডের মাত্র একটি জেতা বাংলাদেশের জন্য নিজেদের প্রিয় সংস্করণে ছন্দে ফেরার টনিক হতে পারেন সাইফ হাসান। সব ঠিক থাকলে ছক্কাবাজ সাইফের ওয়ানডে অভিষেক হচ্ছে আজ। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা শুরুর পর নিজেকে মেলে ধরতে না পারায় দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন ২৬ বছর বয়সি এই অলরাউন্ডার।

ছয় টেস্টে তার প্রাপ্তি ছিল মাত্র ১৫৯ রান ও এক উইকেট। এ বছর এশিয়া কাপের আগে টি-টোয়েন্টি দলে ফিরে সেই সাইফ হয়ে উঠেছেন বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সমার্থক। এশিয়া কাপে চার ম্যাচে ১২ ছক্কা হাঁকিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় আসার পর আফগানদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও টর্নেডো ব্যাটিংয়ে দুটি ফিফটি উপহার দেন তিনি। শেষ ম্যাচে হাঁকান সাতটি ছক্কা। তাতেই ওয়ানডে দলের দুয়ার খুলে যায় সাইফের সামনে। একদিবসী ক্রিকেটেও সাইফের ছক্কাবাজি অব্যাহত থাকলে আফগান চ্যালেঞ্জ সহজ হয়ে যাবে টাইগারদের জন্য।

আরেক তরুণ ওপেনার তানজিদ হাসানও ছন্দে আছেন। টি-টোয়েন্টি দলে না থাকা ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ও সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন এবার দৃশ্যপটে। মিডলঅর্ডারে তাওহিদ হৃদয়, শামমি হোসেন,

জাকের আলী ও নুরুল হাসানের মধ্যে একজন একাদশের বাইরে থাকবেন। পেস আক্রমণে মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। বাংলাদেশ আজ তিন স্পিনার খেলালে সুযোগ পাবেন রিশাদ হোসেন ও তানভীর ইসলাম। আর তিন পেসার খেলালে বাদ পড়তে পারেন রিশাদ।

আবুধাবিতে শেষ পাঁচটি ডে-নাইট ওয়ানডের চারটিতেই জিতেছে আগে ব্যাট করা দল। বাংলাদেশের মতো আফগানিস্তানও তাই ব্যাটিংয়ে শক্তি বাড়িয়েছে। আফগান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদির তুরুপের তাস হতে পারেন অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ গুরবাজ। বোলিংয়ে ভরসা দুই অভিজ্ঞ স্পিনার রশিদ খান ও মোহাম্মদ নবী। বাকিরা নতুন। প্রায় আট মাস পর ওয়ানডে খেলতে নামছে আফগানরা। এটা বাংলাদেশকে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর ।

মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হবে-বিসিবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন কমিটি প্রথম দিনেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিসিবির স্কুল ক্রিকেট অনেক আগে থেকে চালু আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আরও খুদে প্রতিভা তুলে আনতে বিসিবির পরিকল্পনা—মাদ্রাসাশিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ক্রিকেট চালু করা।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিসিবির প্রথম বোর্ড সভায় নবনির্বাচিত পরিচালকদের মধ্য থেকে ২৩টি কমিটির প্রধান বেছে নেওয়া হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে স্কুল-কলেজের পাশাপাশি মাদ্রাসাতেও ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

তিনি বলেন, ‘মাদ্রাসায় লাখ লাখ ছাত্র আছে, সেখান থেকে যদি কিছু ক্রিকেটার আসে। সেই ব্যবস্থা করছি।’

কোন ফরম্যাটে মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে টুর্নামেন্ট হবে সে ধারণাও দেন তিনি।

বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এখনও বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। তবে আমরা যেহেতু পরিকল্পনা করেছি, অবশ্যই বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। আপাতত ছোট ফরম্যাটে হবে।’

জানা গেছে, ১০ ওভারের ক্রিকেট হতে পারে মাদ্রাসায়। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, আসর থেকে মাগরিবের সময়টাতে আয়োজনের উদ্দেশ্য এ আসরের।

সূত্র: যুগান্তর

বিপিএল থেকে সরে যাচ্ছে ফরচুন বরিশাল!

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন আসর বসবে আসছে ডিসেম্বরে। তার আগে বাকি আছে আর দুই মাস সময়। ঠিক এই সময় এসে বিপিএল থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে টানা দুই বারের চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল।

ফ্র্যাঞ্চাইজিটির কর্ণধার মিজানুর রহমান সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন এই কথা। মূলত বিসিবি নির্বাচনে ভোটাধিকার হারিয়ে ফেলা ও ক্রিকেট রাজনীতিতে প্রভাব খুইয়ে বসাকেই কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন তিনি।

মিজানুরের সন্দেহ, বিপিএল আয়োজনই করতে পারবে না বিসিবির আসন্ন নতুন কমিটি। তিনি বলেন, ‘ওনারা বিপিএল আয়োজন করতে পারবেন কি না সেটাই প্রশ্ন। নতুন নির্বাচিত কমিটিতে কারা আছে, যাদের ওপর ভর করে এমন বড় আয়োজন হবে? নামটাই বলুন।’

আগামীকাল ৬ অক্টোবর বিসিবির নির্বাচন। তারপর ২ মাসেরও কম সময়ে

বিপিএল আয়োজন করতে হবে বোর্ডকে। তার আগে অনেক কাজ। নির্বাচন শেষে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টটা নির্ধারিত সময়ে আয়োজন সম্ভব না, অভিমত মিজানের।

তার এ শঙ্কা অমূলক নয় আদৌ। বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান মাহাবুব আনাম নির্বাচন থেকে সরে গেছেন। যার ফলে নতুন কমিটিতে যে থাকছেন না, তা একরকম নিশ্চিত। যার ফলে নতুন বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল চেয়ারম্যান কে হবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। সঙ্গে অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি আহ্বান, প্লেয়ার্স ড্রাফট, টুর্নামেন্টের সময়সূচি নির্ধারণসহ সব কিছুই।

যার ফলে বরিশাল নিজেদের সব খেলোয়াড়কেও ছেড়ে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তার কথা, ‘যেসব খেলোয়াড়কে সাইন করেছিলাম, সেগুলো সব বাতিল করতে হচ্ছে। ডিসেম্বরে বিপিএল আয়োজন কার্যত অসম্ভব।’

সবশেষ দুই আসরে দারুণ দাপট দেখিয়ে বরিশাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তাদের সবচেয়ে বড় ভরসা তামিম ইকবালকে নিয়ে যদিও আগেই সংশয় জেগেছিল। তিনি বিসিবি নির্বাচনের লড়াইয়ে নামার পর আর ক্রিকেটের মাঠে নামবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রেখে দিয়েছিলেন। তবে এবার সব খেলোয়াড়ের সঙ্গেই চুক্তি বাতিল করে ফেলেছে বরিশাল।

শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে স্পিনের ইন্দ্রজাল

এশিয়া কাপের ধুলোমাখা স্মৃতি পেছনে ফেলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ্র মরুর বুকে আজ এক নতুন লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।

তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শারজাহ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দু’দল।

এশিয়া কাপে ফাইনালের খুব কাছে গিয়েও স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল

বাংলাদেশের, অন্যদিকে আফগানিস্তান সুপার ফোরেই উঠতে পারেনি। তাই এই সিরিজটি উভয় দলের জন্যই ঘুরে দাঁড়ানোর এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক দারুণ সুযোগ।

আর এই লড়াইয়ের ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে শারজার ধীরগতির ঘূর্ণি সহায়ক উইকেট। তবে সিরিজ শুরুর আগেই বাংলাদেশ শিবিরে বড় দুঃসংবাদ।

দলের নিয়মিত অধিনায়ক এবং ব্যাটিং ভরসা লিটন কুমার দাস এশিয়া কাপে পাওয়া পিঠের চোটের কারণে পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গেছেন। তার অনুপস্থিতিতে এশিয়া কাপের শেষ দুই ম্যাচের মতো এই সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জাকের আলী অনিক।

লিটনের বদলি হিসেবে দলে ডাক পাওয়া সৌম্য সরকার এখনো সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিসা না পাওয়ায় প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে পারছেন না। আফগান স্পিনারদের বিপক্ষে লিটনের যে অভিজ্ঞতা তার অভাব বাংলাদেশ কীভাবে পূরণ করে, সেদিকেই থাকবে সবার দৃষ্টি। শারজার পিচের চরিত্র অনুযায়ী, এই ম্যাচে স্পিনাররাই ছড়ি ঘোরাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যে দল স্পিন সবচেয়ে ভালোভাবে সামলে পাওয়ারপ্লের ওভারগুলোকে কাজে লাগাতে পারবে, তারাই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেবে। ব্যাটসম্যানদের ধৈর্য এবং আগ্রাসনের এক দারুণ মিশ্রণ ঘটাতে হবে। সঠিক সময়ে আক্রমণ করার পাশাপাশি মাঝের ওভারগুলোর জন্য উইকেট বাঁচিয়ে রাখাও হবে বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে বোলারদের জন্য, বিশেষ করে স্পিনারদের জন্য, নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে রান আটকে রাখার কৌশলই হবে সাফল্যের চাবিকাঠি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের লড়াই বরাবরই উত্তেজনাপূর্ণ।

এখন পর্যন্ত দুই দল ১৩টি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে আফগানিস্তানের ৭ জয়ের বিপরীতে বাংলাদেশের জয় ৬টিতে। পরিসংখ্যানই বলে দেয়, লড়াইটা কতটা সমানে সমান। তাদের সর্বশেষ দেখা হয়েছিল এশিয়া কাপের মঞ্চে, যেখানে বাংলাদেশ ৮ রানের এক রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নিয়েছিল। সেই ম্যাচটিই প্রমাণ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কন্ডিশনে দুই দল কতটা কাছাকাছি মানের। যদিও সামগ্রিক জয়ের হিসাবে আফগানিস্তান কিছুটা এগিয়ে, তবে বেশিরভাগ ম্যাচই ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং অল্প ব্যবধানে নিষ্পত্তি হয়েছে।

শারজার ধীরগতির পিচ এবং রাতের ম্যাচে শিশিরের প্রভাব অনেক সময়

দলগুলোর শক্তির পার্থক্য কমিয়ে দেয়, যা ম্যাচের ফলাফলকে আরও অপ্রত্যাশিত করে তোলে। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনায়, বাংলাদেশের সাইফ হাসান (৭ ম্যাচে ২২৬ রান) এবং তানজিদ হাসান (৮ ম্যাচে ১৫০ রান) ব্যাটিংয়ে কাড়তে পারেন। বোলিংয়ে তাসকিন আহমেদ (৭ ম্যাচে ১৭ উইকেট) এবং মোস্তাফিজুর রহমানের (৮ ম্যাচে ১২ উইকেট) দিকে তাকিয়ে থাকবে দল। সব মিলিয়ে, ক্রিকেটপ্রেমীরা আরও একটি স্পিন-নির্ভর রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের অপেক্ষায়।

সূত্র: মানবজমিন।

খেলা হচ্ছে না সৌম্যর, দলে ঢুকলেন সাকিব

এবারের দুর্গাপূজার আনন্দটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে সৌম্য সরকারের, বাংলাদেশ জাতীয় দলে ফিরেছেন তিনি, সেটা নিজেই ফেসবুকে জানিয়েছিলেন।

যার ফলে অবশ্য একটা শূন্যস্থান তৈরি করে ফেলেছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগে খুলনার হয়ে খেলছিলেন তিনি। চলতি আসরে আর খুলনার হয়ে খেলা হচ্ছে না তার।

তার জায়গায় অবশ্য ইতোমধ্যেই খেলোয়াড় দলে টেনে ফেলেছে খুলনা। ডাক পেয়েছেন তরুণ ব্যাটার শাহরিয়ার সাকিব।

সাকিব অবশ্য আগে থেকেই খুলনার স্ট্যান্ডবাই ছিলেন। বাংলাদেশ অ-১৯ দলের হয়েও একাধিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

বয়সভিত্তিক পর্যায়ে নিয়মিত পারফর্ম করা সাকিব সবশেষ ঘরোয়া ক্রিকেট মৌসুমেও খেলেছেন। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে তিনি শাইনপুকুরের হয়ে খেলেছেন, একটি ফিফটির সঙ্গে দুটো চল্লিশোর্ধ্ব ইনিংস আছে সেখানে।

ওদিকে সৌম্য সরকার অবশ্য ব্যস্ত থাকবেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে। টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর ওয়ানডে সিরিজের ব্যস্ততা আছে দলের।

সেই দলেও থাকছেন তিনি।

সৌম্য সরকারের এই সিরিজে যাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ভিসা মিলছিল না তার। অবশেষে সিরিজ শুরুর ঠিক আগে তিনি যাচ্ছেন আমিরাতে। দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে দলে দেখা যেতে পারে তাকে।

সূত্র: যুগান্তর ।